আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর
লিখিত "ফয়যানে নামায" কিতাবের একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৫
WEEKLY BOOKLET:285

অতি উত্তম আমল

জ্বলন্ত কয়লা লাল আকীক পাথর হয়ে গেলো ০৬ জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত কান্না করে ১৭
দুনিয়ার সবকিছু থেকেই উত্তম দুই রাকাত ১২ নামাযী মহিলা ও মাছ ১১

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَام عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

(এই বিষয়বস্তু "ফয়যানে নামাযের" ৫৫-৬৯ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে)

অতি উত্তম আমল

দোয়ায়ে আত্তার: হে মোস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি "অতি উত্তম আমল" পুস্তিকা পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে প্রথম কাতারে আদায় করার সামর্থ্য দান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বৃহস্পতিবার আসে আল্লাহ পাক ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে -কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে। (কানযুল উম্মাল ১/২৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযের বরকতে গাধা জীবিত হয়ে গেলো (ঘটনা)

আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের নামায যেহেতু জাহেরী ও বাতেনী আদব দ্বারা সজ্জিত থাকে, তাই তাঁরা অধিকহারে নামাযের ফয়েয লাভ করে থাকে এবং তাদের দোয়ায়ও অনেক প্রভাব সৃষ্টি হয়ে যায়, এই

www.dawateislami.net

ব্যক্তিত্বরা যখন হাত উঠিয়ে দেয় তখন **আল্লাহ পাক** তাঁদের দোয়াকে ফিরিয়ে দেন না, এপ্রসঙ্গে একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শুনুন এবং আন্দোলিত হোন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম নাখায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক ইয়ামেনী মুসাফিরের গাধা রাস্তায় মারা গেলো, সে অযু করলো, দুই রাকাত নামায আদায় করলো এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলো: **"মাওলা!** আমি তোমার সন্তুটির উদ্দেশ্যে তোমার পথে মুজাহিদ হয়ে "দাসিনা" হতে এসেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করো এবং কবরবাসীকে কিয়ামতের দিন উঠাবে, **হে পারওয়ারদিগার!** আজকের দিনে আমাকে কারো মুখপেক্ষী করো না, আমার গাধাকে জীবিত করে দাও।" (এরূপ বলার সাথেসাথেই) **গাধা কান নাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেলো**।

(দালাইলুন নবুওয়া, ৬/৪৮)

না কর রদ কোয়ী ইলতিজা ইয়া ইলাহী!
হো মাকবুল হার ইক দোয়া ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অতি উত্তম আমল

সময়মতো নামায আদায় করা, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং **আল্লাহ পাকের** পথে লড়াই করা অতি উত্তম আমল। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলাম: আমল সমূহের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? ইরশাদ করলেন: সময়মতো নামায পড়া। আমি আরয করলাম: এরপর কি? ইরশাদ করলেন:

www.dawateislami.net

পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, আমি আরয করলাম: এরপর কি? ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ**র পথে লড়াই করা। (বুখারী, ১/১৯৬, হাদীস ৫২৭)

বাল্যকাল থেকেই নামাযের অভ্যাস করান

হে আশিকানে রাসূল! যখন শিশু সাত বছরের হয়ে যাবে তখন তাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করান, যাতে নামাযের অভ্যাস দৃঢ় হয়। তাদেরকে সকাল সকাল উঠা এবং অযু করিয়ে নামায পড়ার অভ্যাস করান, কিন্তু শীতের সময় অযুর জন্য সহনীয় গরম পানি দিন, যাতে ঠান্ডা পানির ভয়ে অযু ও নামায থেকে দূরে সরে না থাকে। পিতার উচিৎ, সন্তানের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যাবে তখন নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু প্রথমেই তাকে মসজিদের আদব সম্পর্কে অবহিত করবে যে, মসজিদে শোরগোল না করা, এদিক সেদিকে না দৌঁড়ানো, নামাযীর সামনে দিয়ে না যাওয়া ইত্যাদি। জামাআত সহকারে নামাযের ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের শেষ কাতারের পর অন্যান্য শিশুদের সাথে দাঁড় করান। এই কৌশলের কারণে اِنْ شَآءَ الله শিশুর মসজিদের সাথে রূহানী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

বাচ্চোঁ কো ভি এ্যায় ভাইয়োঁ! পড়ওয়ায়ে নামায
খুদ সিক কর কে উন কো ভি সিকলায়ে নামায

সন্তানকে সর্বপ্রথম দ্বীন সম্পর্কে শিখান

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সর্বপ্রথম সন্তানকে কোরআনে মজীদ পড়ান এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী শিক্ষা দিন, রোযা ও নামায, পবিত্রতা এবং ক্রয়

www.dawateislami.net

বিক্রয় ও পারিশ্রমিক ইত্যাদি লেনদেন আর অন্যান্য বিষয়ের মাসয়ালা যা দৈনন্দিন প্রয়োজন হয় এবং না জানার কারণে শরীয়াত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, তাও শিক্ষা দিন। যদি দেখেন যে, সন্তানের ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন হয় তবে ইলমে দ্বীনের খেদমত থেকে আর বড় কাজ কি এবং যদি আর্থিক অবস্থা ভালো না হয় তবে বিশুদ্ধ আকীদা শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় মাসয়ালা সমূহ শিখার পর যেই জায়িয কাজে ইচ্ছা দিতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ২ /২৫৬) মেয়েদেরকেও আকীদা ও প্রয়োজনীয় মাসয়ালা শিখানোর পর কোন মহিলার নিকট সেলাই এবং নকশী কাঁথা ইত্যাদি এমন কাজ শিখান যা মহিলাদের প্রায় প্রয়োজন হয় আর রান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজকর্মে তাকে পরদর্শী করার চেষ্টা করুন, কেননা পারদর্শী মহিলারা যেভাবে সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে, পারদর্শী নয় এমন মহিলারা সেভাবে পারে না। (বাহারে শরীয়াত, ২/২৫৭)

মেরে গাউছ কা ওয়াসিলা, রহে শাদ সব কাবিলা,
উনহে খুলদ মে বাসানা, মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কারামত সম্পন্ন পিতাপুত্র (ঘটনা)

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু কিরছাফা জানদারাহ বিন খাইশানা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সন্তানের প্রশিক্ষণের আগ্রহ অতুলনীয় ছিলো, রোমের কাফেরেরা তাঁর এক শাহজাদাকে গ্রেফতার করে বন্দী করে রাখলো। যখন নামাযের সময় হতো, হযরত সায়্যিদুনা আবু কিরছাফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আপন শহর "আসকালান" (সিরিয়া) এর দূর্গের চার দেয়ালের

www.dawateislami.net

উপর উঠতেন আর উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করে বলতেন: **"হে আমার সন্তান! নামাযের সময় হসেছে!"** তাঁর শাহজাদা সর্বদা তাঁর আওয়াজ শুনে এর উপর আমল করতেন, অথচ তিনি শতশত মাইল দূরে রোমের জেলখানায় বন্দী ছিলেন। (মুজামুস সগীর, ১/১০৮)

ফজর কি হো চুকিঁ আযানেঁ ওয়াক্ত
হো গেয়া হে নামায কা উঠো! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৬৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সংশোধন করা কখন ওয়াজিব?

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: পিতামাতার প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে সাবধান করা ওয়াজিব নাকি ফরয? উত্তরে বললেন: যেই কাজের যে হুকুম, তা তাকে অবহিত করতে হবে, (অর্থাৎ যেই কাজ সেই কাজের মাসয়ালা সম্পর্কে অবহিত করা) ফরযের জন্য (সাবধান করা) ফরয, ওয়াজিবের জন্য ওয়াজিব, সুন্নাতের জন্য সুন্নাত, মুস্তাহাবের জন্য মুস্তাহাব। কিন্তু শর্ত হলো যতটুকু সম্ভব ততটুকু বলা এবং তখনই বলা যখন সে মেনে নিবে বলে আশা করা যায়, অন্যথায় নয়:

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؕ

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ১০৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা নিজেরই চিন্তা ভাবনা রাখো। তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, ঐ ব্যক্তি যে পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তোমরা সৎপথে থাকো।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/৩৭০)

www.dawateislami.net

প্রত্যেক কদমে নেকী ও মর্যাদা বৃদ্ধি

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আপন ঘরে পবিত্রতা (অর্থাৎ অযু বা গোসল) করে ফরয আদায় করার জন্য মসজিদে যায়, তখন এক কদমে একটি করে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়, আর অপর কদমে একটি করে মর্যাদা (Rank) বৃদ্ধি পায়। (মুসলিম, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৫২১)

সন্তান জ্বলন্ত কয়লা দ্বারা খেলতে থাকে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর মোবারক যুগ ছিলো, একজন নেককার বান্দেনী একবার তন্দুরে রুটি লাগালো এবং অযু করে নামায শুরু করে দিলো। শয়তান এক মহিলার আকৃতিতে সেই মহিলার নিকট এসে বললো: বিবি! আপনার রুটি তন্দুরে জ্বলে যাচ্ছে! **আল্লাহ পাকের** নেককার বন্দেনী শয়তানের কথায় খেয়াল না করে নামাযে লিপ্ত রইলো। এটা দেখে শয়তান সেই মহিলার ছোট সন্তানকে উঠিয়ে তন্দুরের জ্বলন্ত কয়লায় ফেলে দিলো। সে তবুও খেয়াল করলো না। তখনই তাঁর স্বামী ঘরে আসলো। সে দেখলো যে, তার সন্তান তন্দুরে সেই জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে খেলা করছে, যাকে **আল্লাহ পাক** "লাল আকীক" পাথর বানিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণণা করলো। হযর ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام বললেন: সেই মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসো! যখন সে উপস্থিত হলো তখন হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে বিবি! তুমি কোন নেক কাজ করো, যার কারণে এমন হলো? সেই মহিলা বললো: "হে রুহুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام! যখন অযু ভঙ্গ হয়ে যায় তখন অযু করে

www.dawateislami.net

নিই, যখন অযু করে নিই তখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাই, আর যখন কারো কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তার প্রয়োজন পূরণ করি এবং যে কষ্ট মানুষের কাছে থেকে পাই, তাতে ধৈর্যধারণ করি।" (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৪৩)

চাহিদা পূরণ করার মহান ফযীলত

হে আশিকানে নামায! এই ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষার যথেষ্ট মাদানী ফুল রয়েছে, مَاشَآءَاللّٰه সেই নেককার নামাযী বান্দেনী মুসলমানের চাহিদা পূরণ করার খুবই আগ্রহ রাখতেন আর তা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ, যেমন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার কোন উম্মতের চাহিদা পূরণ করে এবং তার নিয়্যত এটা থাকবে যে, এর মাধ্যমে সেই উম্মতকে সন্তুষ্ট করা, তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করলো আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করলো সে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করলো এবং যে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করলো **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১৫, হাদীস ৭৬৫৩)

হাদীসে পাকের ঈমান তাজাকারী ব্যাখ্যা

হে আশিকানে রাসূল! চাহিদা পূরণকারী বর্ণিত ফযীলত তখনই পাবে, যখন সে ঐ বান্দাকে শুধুমাত্র ঈমানী সম্পর্কের কারণে সন্তুষ্ট করতে চাইবে, অন্য কোন উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তিগত উপকারীতা লাভের জন্য যেন না হয়। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه হাদীসে পাকের এই অংশ (তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করলো) এর ব্যাখ্যায় "মিরাত" ৬ষ্ঠ খন্ডের ৫৮১ পৃষ্ঠায় লিখেন: এর দ্বারা জানা গেলো, কিয়ামত পর্যন্ত **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রত্যেক মানুষের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, শারীরিক ও

www.dawateislami.net

অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত আছেন। যদি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অবগত না হন এবং মুমিনের আনন্দ সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم না জানেন, তবে **তিনি** খুশি কিভাবে হবেন! হাদীসে পাকের এই অংশ (আর যে আমাকে সন্তুষ্ট করলো, সে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করলো) এর ব্যাখ্যায় বলেন: এই মহান বাণী থেকে দু'টি মাসয়ালা জানা যায়: **একটি হলো**, নেক আমল দ্বারা মুমিনকে খুশি করা এবং মুমিনের সন্তুটির মাধ্যমে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা শিরক নয়, রিয়াও নয় বরং একেবারেই জায়িয, যখন এতে লোক দেখানো এবং প্রসিদ্ধি উদ্দেশ্য না হয়। **দ্বিতীয়টা হলো, আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি শুধুমাত্র **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিতেই নিহিত, বড় বড় নেকী যার দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সন্তুষ্ট হননা, তা দ্বারা **আল্লাহ পাক**ও কখনোই সন্তুষ্ট হবেন না, সুতরাং প্রত্যেক ইবাদতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা উচিৎ, কেননা এটাই হলো **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম। হাদীসে পাকের এই অংশ (আর যে **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন) এর ব্যাখ্যায় বলেন: এর দ্বারা জানা গেলো, জান্নাত **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতেই অর্জিত হবে শুধুমাত্র নিজের আমল দ্বারা নয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৮১)

ইয়াকিনান রোজে মাহশর সিরফ উসি সে হুশ খোদা হোগা
ইয়াঁহা দুনিয়া মে জিস নে মুস্তফা কো হুশ কিয়া হোগা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিনোদনের জন্য সময় আছে, নামাযের জন্য নেই

বর্ণনাকৃত নেক বান্দেনীর ঘটনা থেকে আমাদের ইসলামী বোনেরা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে নিয়মিত নামায আদায়ের দৃঢ় নিয়্যত করে নিন। বেনামাযী মহিলারা গভীরভাবে চিন্তা করুন! হতে পারে ঘরের কাজকর্ম এবং রান্নাবান্না, সন্তানের লালন পালণের অযুহাত দেখিয়ে কাউকে বিশ্বাস করিয়েও নেয়া যাবে কিন্তু এটা চিন্তা করুন, এই অযুহাত কি কিয়ামতে চলবে? কখনোই নয়। এটা কি আফসোস করার সময় যে, আপনার নিকট "শপিং সেন্টারে" যাওয়ার জন্য সময় তো আছে, গলিতে ও বাজারে বেপর্দা চলাফেরা করে গুনাহে লিপ্ত হওয়া, বিনোদন কেন্দ্রে যাওয়া, "হোটেলিং" এর মাধ্যমে সম্পদ ও শরীর নষ্ট করা বরং নিজেরই ঘরে টিভিতে ঘন্টার পর ঘন্টা সিনেমা নাটক দেখার মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সময় আছে কিন্তু আফসোস! শতকোটি আফসোস! যদি সময় নেইতো নামাযের জন্য নেই।

বা'ত আযমী কি মা'নো না চূড়ো কাভি নামায
আল্লাহ সে মিলায়ি গী এ্যয় বিবিও! নামায

মাদানী চ্যানেল নামাযী বানিয়ে দিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানকে তাড়াতে, যদি কাযা নামাযের বোঝা বৃদ্ধি পায় তবে বোঝা কমানোর আগ্রহ বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখার আগ্রহ থেকে পিছু ছাড়াতে শুধু মাদানী চ্যানেল দেখুন। اِنْ شَآءَ الله উভয় জগতের বরকত অর্জিত হবে। আসুন! মাদানী চ্যানেলের একটি ছোট্ট বাহার শ্রবণ করি: রহীম ইয়ার খাঁন (পাঞ্জাব) এর

www.dawateislami.net

এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের বাড়িতে ক্যাবল সংযোগ লাগানো ছিলো, যখন সে বাড়িতে থাকতো না তখন এতে নাটক সিনেমা দেখা হতো কিন্তু যখন মাদানী চ্যানেল শুরু হলো তখন তার বাড়িতে মাদানী বসন্ত এসে গেলো। তার সন্তানের মা পূর্বে নামায পড়তো না, যখন সে তাকে নামায পড়ার জন্য বলতো তখন সে বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে নামায আদায় করা থেকে বিরত থাকতো এবং নামায কাযা করতো। এরূপ পেরেশানী অবস্থায় এক দিন কথাবার্তা চলাকালে সে তার স্ত্রীকে বললো যে, যখন আমরা কাজ থেকে অবসর হয়ে যাবো তখন রাতে ইশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে মাদানী চ্যানেল দেখে ঘুমাবো। সুতরাং ইশার নামায সেরে মাদানী চ্যানেল অন করে দেখা শুরু করে দিতো, তখন সন্তানের মাও সাথে দেখতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল দেখার বরকতে কিছু দিনেই এর প্রভাব এভাবে প্রকাশ পেতে লাগলো যে, তার সন্তানের মা শুধু নিয়মিত নামায আদায় করছে না বরং একদিন তাকে বলতে লাগলো: আমার পূর্ববর্তী জীবনের ফরয ও ওয়াজিব নামাযের হিসাব করুন যে, আমার কাযা নামাযের সংখ্যা কতো? যাতে আমি তাও আদায় করতে পারি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর পাশাপাশি সে ভালো ভালো নিয়্যতও করে নিলো যে, এখন থেকে আমি নিয়মিত নামায আদায় করবো এবং শরয়ী কোন অপারগতা ব্যতীত কখনো নামায আদায়ে অলসতা করবো না। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার এমন প্রেরণা অর্জিত হলো যে, সে নিজের এই নিয়্যতকে আমলে পরিণত করে নিজের ওমরী কাযার নামায আদায় করা শুরু করে দিলো। এই পর্যন্ত তার দৈনিক ১০০ রাকাত কাযা নামায আদায় করা অভ্যাসে পরিণত হলো।

www.dawateislami.net

দ্রুত কাযা নামায আদায় করে নিন

مَاشَآءَاللّٰه ইসলামী বোনের মাদানী বাহারের প্রতি সাধুবাদ! এই মাদানী বাহারে ইসলামী বোনের দৈনিক ১০০ রাকাত কাযা নামায আদায় করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। مَاشَآءَاللّٰه উত্তম সংখ্যা। তবে "নামাযের আহকামে" শরয়ী মাসয়ালা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: যার দায়িত্বে কাযা নামায রয়েছে, তা দ্রুত আদায় করে দেয়া ওয়াজিব, কিন্তু সন্তানের লালনপালন এবং নিজের প্রয়োজনীয়তা পূরণের কারণে দেরী করা জায়িয। সুতরাং ব্যবসাও করতে থাকুন এবং যখনই অবসর পাবেন তখন কাযা নামায আদায় করতে থাকুন, যতক্ষণ সম্পন্ন হয়ে না যায়। (দুররে মুখতার, ২/৬৪৬) (আরো বিস্তারিত জানার জন্য "নামাযের আহকাম" এর পুস্তিকা "কাযা নামাযের পদ্ধতি" অধ্যয়ন করে নিন)

মাদানী চ্যানেল তুমকো ঘর বেয়ঠে শিখায়ে গা নামায
অওর নামাযী দোনো আলম মে রহে গা সরফরায

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাকের বড় দয়া যে, দুই রাকাত নামাযের তৌফিক অর্জন হওয়া

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দার উপর দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় দয়া হলো, তাকে দুই রাকাত নামায আদায় করার সামর্থ্য দেয়া হয়েছে।" (মুজাম কবীর, ৮/১৫১, হাদীস ৭৬৫৬)

www.dawateislami.net

এটা কার কবর?

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে জানতে চাইলেন: এটা কার কবর? সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ আরয করলো: অমুক ব্যক্তির। ইরশাদ করলেন: (এখন) তার নিকট দুই রাকাত নামায আদায় করা তোমাদের অবশিষ্ট দুনিয়া হতে অধিক প্রিয়।

(মু'জাম আওসাত, ১/২৬৬, হাদীস ৯২০)

জান্নাতের উপর দুই রাকাত নামাযকে প্রাধান্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "যদি আমাকে জান্নাত এবং দুই রাকাত নামায এর মধ্য হতে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয় তবে আমি দুই রাকাত নামাযকেই নির্বাচন করে নিবো, এই জন্য যে, দুই রাকাতের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি রয়েছে আর জান্নাতে রয়েছে নিজেরই সন্তুষ্টি।" **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২২২ পৃষ্ঠা)**

আমার কাছে দুনিয়ার সবকিছু থেকেই উত্তম হলো দুই রাকাত নামায (ঘটনা)

এক বুযুর্গ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি আমার এক মৃত (ইসলামী) ভাইকে স্বপ্নে দেখলাম, তখন সে বললো: যদি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ পাই তবে এটাই আমার নিকট দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় হবে, আপনার কি ঐ সময়ের কথা স্মরণ নেই, যখন আমাকে দাফন দেয়া হচ্ছিলো এবং অমুক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করছিলো, যদি আমার দুই রাকাত নামায আদায়

www.dawateislami.net

করার সুযোগ লাভ হয় তবে তা আমার জন্য দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছু থেকে অধিক পছন্দনীয় হবে। (ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৪০ পৃষ্ঠা)

কবরের পাশে শয়নকারী ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল (ঘটনা)

এক ব্যক্তি কোন কবরের পাশে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে সে কবরবাসীকে এটা বলতে শুনলো: "হে মানব! তুমি আমল করতে পারছো, কিন্তু জানোনা, আমরা জানি কিন্তু আমরা আমল করতে পারছি না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমার আমল নামায় দুই রাকাত নামায, আমার নিকট দুনিয়া এবং এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক প্রিয়।" (হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৫৬ পৃষ্ঠা)

অভিনব ইচ্ছা (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা হাস্‌সান বিন আবু সিনান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট ওফাতের সময় জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কেমন অনুভব করছেন? বললেন: "যদি আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাই তবে কল্যাণময়।" অতঃপর আরয করা হলো: আপনার ইচ্ছা কি? বললেন: "আমার একটি দীর্ঘ রাতের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, যাতে আমি সারা রাত ইবাদত করতে থাকবো।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৩৯ পৃষ্ঠা, নম্বর ৩৪৬৭)

মৃত পথযাত্রী ব্যক্তির দৃষ্টিতে আমলের গুরুত্ব

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কবরবাসীদের (অহেতুক) জীবনের দিনগুলো নষ্টকারী ব্যক্তির একটি দিন দেয়া হয় তবে তা তাদের (কবরবাসীর) নিকট

www.dawateislami.net

দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হবে, কেননা এখন তারা সেই আমলের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে বুঝে গেছে এবং বাস্তবতা তাদের নিকট খুলে গেছে, তার একটি দিনের ইচ্ছা শুধু এই জন্য যে, এই কবরবাসীদের মধ্যে যারা গুনাহগার তারা সেই এক দিনের মাধ্যমে নিজের পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমা (অর্থাৎ তাওবা এবং বান্দার হক আদায় ইত্যাদি) প্রার্থনা করে আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে আর যে গুনাহ থেকে মুক্ত সে এই একদিন অধিকহারে ইবাদত করার মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধি করে নিজের সাওয়াবের পরিমাণ দ্বিগুণ করে নিবে। তারা (অর্থাৎ কবরবাসীরা) বয়সের গুরুত্ব ও মূল্য তখনই বুঝতে পারে, যখন তাদের সেই বয়স পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এখন তাদের ইচ্ছা যে, জীবনের একটি সময়ই (অর্থাৎ কোন মূহুর্ত) যেনো অর্জিত হয়ে যায়। আর (হে জীবিত ইসলামী ভাইয়েরা!) তোমরা এই সময় (অর্থাৎ মূহুর্ত) পাচ্ছো এবং হতে পারে তোমরা এরূপ আরো সময় (অর্থাৎ কোন মূহুর্ত) পাবে, যদি তোমরা তা নষ্ট করার মানসিকতা তৈরি করে নাও তবে সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার পর আফসোস করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখো, কেননা তুমি অগ্রগামী হয়ে নিজে সময়গুলো (এবং জীবনের অমূল্য রত্নগুলো) থেকে নিজের পাওনা অর্জন করোনি।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/২৪০)

কর জাওয়ানী মে ইবাদত, কাহিলি আচ্ছি নেহী
জব বুড়াপা আ'গিয়া ফির, বাত বন পড়তি নেহী
হে বুড়াপা ভি গনীমত, জব যাওয়ানী হো চুকী
ইয়া বুড়াপা ভি না হোগা, মউত জিস দম আ'গেয়ী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নামায পড়ে সেখানেই বসে থাকার ফযীলত

হে আশিকানে রাসূল! নামায পড়ে এদিক সেদিক যাওয়ার পরিবর্তে যতক্ষণ সম্ভব সেখানেই বসে থাকা উচিত। **আল্লাহ পাকের** নিষ্পাপ ফিরিশতারা আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া করতে থাকবে। যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা নামায পড়ে যতক্ষন পর্যন্ত সেই জায়গায় বসে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে, এই পর্যন্ত যে, অযু ভঙ্গ হয়ে গেলে বা উঠে দাঁড়িয়ে গেলো। অবস্থানকারীর জন্য ফিরিশতার দোয়াটি হলো: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ. اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ (অর্থাৎ: হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও, হে **আল্লাহ পাক**! তুমি তার প্রতি দয়া করো)

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৫/৪৬৯, হাদীস ৬৪৩২)

আল্লাহ পাককে স্মরণ করো হে প্রিয়, সেই সময় ঘনিয়ে আসছে

আহ! আমাদের অলসতার কি করবো! আহ! যদি নিষ্পাপ ফিরিশতাদের দোয়া অর্জন করার জন্য আমরা নামায পড়ে সেখানেই বসে কিছুক্ষন ওযীফা পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম। দোয়ায়ে সানী অর্থাৎ ইমাম সাহেব তার সুন্নাত নফল ইত্যাদি আদায় করার পর যে দোয়া করে তাতে তো প্রত্যেকেরই অংশগ্রহণ করা উচিত। যদি নামাযের পর "ফয়যানে সুন্নাতের দরস" হয়, ফজরের পর তাফসীরের হালকা হয়, সুন্নাতে ভরা বয়ান হয় তাতে বসা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কুড়িয়ে নেয়া উচিত।

www.dawateislami.net

আন্ধেরা ঘর, একেলী জান, দম ঘুটতা, দিল উকতা তা
খোদা কো ইয়াদ কর, পেয়ারে! ওহ সাআথ, আনে ওয়ালী হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জমীনের ঐ অংশের গর্ব করা

হযরত সায়্যিদুন আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কোন সকাল ও সন্ধ্যা এমন নেই যে, জমীনের এক অংশ অপর অংশকে বলে না যে, আজ কি তোমার উপর কোন নেক বান্দা গমন করেছে, যে তোমার উপর নামায পড়েছে বা **আল্লাহ**র যিকির করেছে? যদি সে "হ্যাঁ" বলে তবে সেই অংশ এই কারণে নিজের উপর গর্ব অনুভব করে।" (মু'জাম আওসাত, ১/১৭১, হাদীস ৫৬২)

জামাআতের পর পিছনে গমনকারীদের জন্য দুটি নিয়্যত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে স্থান পরিবর্তন করে করে নামায পড়া উচিৎ, যেখানে যেখানে নামায পড়বে, যিকির ও দরুদ শরীফ পাঠ করবে, সেই সকল স্থান কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে। জামাআত শেষ হওয়ার পর অনেক ইসলামী ভাইয়েরা পিছনের দিকে এসে নামায পড়ে, এরূপ করার সময় এই দুইটি ভালো নিয়্যত করা যেতে পারে: (১) কাতার বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখে পরবর্তীতে আগমন কারীরা জেনে যাবে যে, জামাআত শেষ হয়ে গেছে (২) ফরয রাকাতের জন্য জমীনে একটি অংশকে সাক্ষী বানিয়েছি আর এখন সুন্নাতের জন্য আরেকটি অংশকে সাক্ষী বানাবো। কিন্তু এই সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করা উচিৎ, কোন নামাযী বা বসা ব্যক্তির গায়ে যেনো কনুই বা পা ইত্যাদি না লাগে আর

www.dawateislami.net

নামাযীর সামনে দিয়েও যেনো যেতে না হয়, কেননা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ, তাছাড়া যে প্রথম থেকেই নামায পড়ছে তার দিকে চেহারা করাও নাজায়িয ও গুনাহ, অনুরূপভাবে কারো চেহারার দিকে ফিরে নামায শুরু করাও গুনাহ।

জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত কান্না করে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: জমিন ৪০ দিন পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য কান্না করে।

(আয যুহদু লাওয়াকি, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩। শরহুস সুদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

জায়গা কার জন্য কান্না করে?

মুসলমান যেই জায়গায় নামায পড়ে, **আল্লাহ**র যিকির করে, সেই জায়গা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। হযরত সায়্যিদুনা আতা খোরাসানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "বান্দা জমিনের যেই অংশে সিজদা করে, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য সাক্ষ্য দিবে এবং যে দিন সে মৃত্যুবরণ করে জমিনের সেই অংশ তার জন্য কান্না করে।"

(আয যুহদু লি ইবনুল মুবারাক, ১১৫ পৃষ্ঠা। শরহুস সুদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আসমান ও জমিন কেন কান্না করে?

হযরত সায়্যিদুনা আবু উবাইদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন: যখন মুসলমান ইন্তিকাল করে তখন জমিনের বিভিন্ন অংশ এভাবে ঘোষণা করতে থাকে: হে **আল্লাহ**! ঈমানদার বান্দা মৃত্যুবরণ করেছে! অতএব আসমান ও জমিন তার জন্য কান্না করতে থাকে। **আল্লাহ পাক** উভয়ের প্রতি ইরশাদ করেন: তোমরা আমার বান্দার জন্য কেন কান্না করছো?

www.dawateislami.net

তারা আরয করবে: হে আমাদের **প্রতিপালক!** সেই বান্দা আমাদের যে অংশ দিয়েই গমন করেছে, তোমার যিকির করতে করতে গমন করেছে।

(আয যুহদু লি ইবনুল মুবারাক, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৬১। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

নামাযের জায়গা কান্না করে

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যখন মুসলমানের ইন্তিকাল হয়, তখন জমিনে তার নামাযের স্থান এবং আসমানে তার আমল উঠানোর দরজা তার জন্য কান্না করে। অতঃপর তিনি এই আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করেন:

فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ

(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমীন কান্না করেনি।

(কিতাবু যিকরিল মউত মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৫/৪৮৭, হাদীস ২৮৭। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৪ পৃষ্ঠা)

আসমানের দরজা কান্না করে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত; **আল্লাহ পাকের** এই বাণী:

فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَالۡاَرۡضُ

(পারা ২৫, সূরা দুখান, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমীন কান্না করেনি।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, জমিন ও আসমানও কি কারো জন্য কান্না করে? তখন তিনি বললেন: হ্যাঁ, কেননা সৃষ্টির মধ্যে এমন কেউ নেই, যার জন্য আসমানে দরজা নেই, এই দরজা দিয়েই তার রিযিক অবতীর্ণ হয় আর এই দরজা দিয়েই তার আমল উর্ধ্বে গমন করে, অতএব যখন

www.dawateislami.net

মুসলমান মৃত্যুবরণ করে তখন আসমানের সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, যেই দরজা দিয়ে তার আমল উর্ধ্বে উঠতো এবং রিযিক অবতীর্ণ হতো। সুতরাং সেই দরজা তার জন্য কান্না করে এবং তার অর্থাৎ মৃত্যুবরণকারী মুসলমানের জন্য জমিনের সেই অংশটি কান্না করে, যেখানে সেই ঈমানদার নামায পড়তো এবং **আল্লাহ**র যিকির করতো। আর যেহেতু ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কোন ভালো নিদর্শন ছিলো না এবং তাদের পক্ষ থেকে **আল্লাহ**র দরবারে কোন নেক আমল পৌঁছতো না, সুতরাং তাদের জন্য আসমান ও জমিন কান্না করেনি।

(তাফসীরে তাবারী, ১১/২৩৭, হাদীস ৩১১২২। শরহুস সূদুর (উর্দূ), ১৯৩ পৃষ্ঠা)

মুঝ কো বকীয়ে পাক মে দু গজ জমীন দো,
হাসানাইন কে তোফাইল, মদীনে কে তাজওয়ার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযী মহিলা ও মাছ (ঘটনা)

বনী ইসরাঈলে একজন নেককার নামাযী মহিলা ছিলো, দূর্ভাগ্যক্রমে তার স্বামী অমুসলিম ছিলো, সে তার স্ত্রীকে নামাযে বাধা দিতো কিন্তু প্রহার করা সত্ত্বেও সেই মহিলা নামায ছাড়েনি। স্বামী অতিষ্ট হয়ে ষড়যন্ত্র করে কিছু জিনিস তার স্ত্রীকে দিয়ে বললো যে, এগুলো নিরাপদ জায়গায় রেখে দাও, যখন চাইবো তখন দিও। সুযোগ পেয়ে স্বামী লুকিয়ে ঐ জিনিস নিয়ে নদীতে ফেলে দিলো। **আল্লাহ পাকে**র কুদরতে সেই জিনিসটি একটি মাছ খেয়ে ফেললো। সেই মাছটি একজন জেলের জালে আটকা পড়লো এবং বিক্রি করার জন্য বাজারে নিয়ে

www.dawateislami.net

আসলো, **আল্লাহ পাকের** শান দেখুন যে, সেই মাছটিই তার স্বামী কিনে নিলো এবং রান্না করার জন্য ঘরে নিয়ে আসলো। সেই নেককার মহিলা রান্না করার জন্য মাছের পেট কাটল আর সেই জিনিসটি পেট থেকে বের হয়ে আসলো! সে সম্পূর্ণ ঘটনা বুঝতে পারলো। সেই মহিলা সেই জিনিসটি ঐ জায়গায় রেখে দিলো। স্বামী তার ষড়যন্ত্র অনুযায়ী স্ত্রীর নিকট জিনিসটি চাইলো, যাতে জিনিসটা না পাওয়া অবস্থায় তার উপর অপবাদ দিয়ে তাকে শাস্তি প্রদান করতে পারে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** দয়ায় স্ত্রী জিনিসটি বের করে স্বামীকে দিলো, এতে সে খুবই আশ্চর্য হলো কিন্তু সে মনে করলো এতে স্ত্রীর কোন চালাকি রয়েছে। সে এই ঘটনা থেকে শিক্ষা না নিয়ে বরং স্ত্রী যখন রুটি বানানোর জন্য তন্দুর জ্বালালো তখন সেই অত্যাচারী জ্বলন্ত তন্দুরে স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো, যাতে জ্বলে পুড়ে মারা যায়। তন্দুরে পড়তেই সেই নেককার নামাযী মহিলা **আল্লাহ পাকের** দরবারে প্রার্থনা করলো। **আল্লাহ পাক** তার দোয়া কবুল করলেন, তন্দুরের আগুন সাথেসাথেই শীতল হয়ে গেলো এবং নামাযী মহিলা (নামাযের বরকতে) বেঁচে গেলো। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৫৪) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইজ্জত কে সাথ নূরি লেবাস আচ্ছি যেওরাত
সব কুছ তোমহে পেহনায়ে গী এ্যয় বিবিয়ো! নামায

মাদানী চ্যানেল আমাকে অযু করা শিখিয়ে দিয়েছে!

শয়তানের ষড়যন্ত্র বিফল করতে, গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা পেতে, নেকীর পথ অবলম্বন করতে এবং দ্বীনি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মাদানী

www.dawateislami.net

চ্যানেল দেখতে থাকুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক যিম্মাদার ভাইয়ের এক আত্মীয় নিজের অভিমত কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: আপনারা খুবই ভাল কাজ করেছেন যে, মাদানী চ্যানেল চালু করে, ঘরে বসে মুসলমানদের ইসলামের বিধান শিখাতে শুরু করেছেন, সত্য বলছি, আপনাদের মাদানী চ্যানেলে যখন আমি "অযুর প্যাকটিক্যাল পদ্ধতি" দেখলাম, তখন আমার মাথা লজ্জায় অবনত হয়ে গেলো, কেননা বয়স্ক মুসলমান হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত আমি সঠিক পদ্ধতিতে অযু করতে জানতাম না, আমি মন থেকে স্বীকার করছি যে, মাদানী চ্যানেল আমাকে অযু করা শিখিয়েছে!

মাদানী চ্যানেল মে নবী কি সুন্নাতোঁ কি ধুম হে
অউর শয়তানে লায়িন রনজোর হে মাগমোম হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net